দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় অঙ্গীকার

অধ্যক্ষ ডঃ মালিহা খাতুন

শিক্ষায় অনগ্রসর, ধর্মবোধহীন, মূল্যবোধহীন, সাধনা-সংযমভ্রষ্ট বাংলাদেশ আজ উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন গতিতে সর্বনাশের দিকে ছুটে চলেছে। স্বাধীনতালাভের পর দেশের সমস্ত চিন্তাধারা ও ধর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে যে নবজাগরণের উদ্যম, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং নতুন আশার আলোক উন্মোচিত হয়েছিল, তা যেন ক্রমশ বিশীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ আত্মা নিয়ে ধুঁকে মরছে। এক একটা উপলক্ষকে অবলম্বন করে দেশের মানুষ আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রসারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এরূপ উপলক্ষ কয়েকবারই সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তার অরুণিমা শিক্ষা, ধর্ম, মূল্যবোধ ও জাতির বিপুল আত্মপ্রকাশ এবং সামগ্রিক বিকাশের ওপর বিচ্ছুরিত হতে পারেনি। এর মূল কারণ হল, জাতির প্রাণসত্তাকে স্পর্শ করতে ব্যগ্র, এমন একটি জাতীয় অঙ্গীকার আমাদের মধ্যে কখনো দৃঢ়মূল হতে পারেনি। দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয়। বড় বড় আন্দোলন, গভীর আবেগ ও ভাবানুভূতি, জীবনযাত্রার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট ছন্দ এবং প্রেরণা একটি প্রবল তাগিদ ও উপলব্ধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগে যুক্ত হয়ে যখন একটি 'জাতীয় অঙ্গীকারের' রূপ নেয়, তখনি কোন জাতি যেকোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করতে পারে। একটি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ জাতি কখনই কোন ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকতে পারে না। শিক্ষার উন্নয়নেও, একথা সমান সত্য। আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও খন্ডক্ষুদ্র সাধ-সাধনাকে একটি কেন্দ্রীয় আদর্শে সংহত করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের নিয়ামক শক্তিরূপে কাজে লাগাতে পারলে তাই-ই 'জাতীয় অঙ্গীকার'রূপে প্রতিপাদিত হবে।

আমরা বৃটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থাকে একবাক্যে নিন্দা করে থাকি। বৃটিশ-প্রভুর সেবাদাস ও কেরানী সৃষ্টির জন্য এই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেরানী সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তা থেকেও সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একেকজন দিকপাল—সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু-প্রফুল্ল কুমার রায়-ডঃ কুদরত-ই-খুদা, গবেষণার ক্ষেত্রে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দর্শনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ পরমহংস-অরবিন্দ, রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধী-জিন্নাহ-নেহরু-এ,কে ফজলুল হক প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ছিলেন জ্ঞান-মনীষায় ভাস্বর, দেদীপ্যমান। এর মূলে ছিল জাতীয় অঙ্গীকারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তখনকার দিনের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক সমাজ। স্বাধীনতালাভের পর আমরা বহুবার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছি; শিক্ষাকে জীবন-সম্পৃক্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি; 'কেরানী' সৃষ্টির স্থলে 'মনীষী' সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেরানী সৃষ্টি করতেও আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এর মূলে রয়েছে শিক্ষক সমাজের জাতির প্রতি অঙ্গীকার পালনে অনীহা, আন্তরিকতার অভাব, এবং শিক্ষকতাকে 'মিশন' হিসেবে গ্রহণ না করে কেবল জীবন ধারণের জন্য 'পেশা' হিসেবে গ্রহণ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, No education system is better than its teachers : বস্তুত শিক্ষকই হলেন সকল শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। ভাল শিক্ষক না হলে, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষক না হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাব্যবস্থাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দেশেও হয়েছে তাই।

আমাদের শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আজ শরণার্থীর আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে; জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাখ্যাত, অযোগ্য; অদক্ষ, শ্রমবিমুখ এবং মানসিক আলস্যে (mental laziness) ভরপুর, রিক্তপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা শিক্ষকতার মত মহান পেশা অধিকৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষার মান ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে। এদের কাছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তারা নিজেরও কিছু পাচ্ছে না, সমাজকেও কিছু দিতে পারছে না। ফলে শিক্ষা আজ একটা নির্মম প্রবঞ্চনার রূপ নিয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। এরূপ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কারও তেমন কোন আগ্রহ নেই। এর অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দেখা দিয়েছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এ ক্ষেত্রে কম দায়ী নয়।

আধুনিককালে আমাদের জীবনের মূল্যবোধ ও মর্যাদা অভাবনীয়রূপে বদলে গিয়েছে। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন, সংস্কৃতির সুধা-নির্যাস, আদর্শ-বাদের আশ্রয়, পুরুষ-পরম্পরাগত জীবন-চর্চার অভ্রান্ত সংস্কার ও নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা এক মুহূর্তে মায়া-মরীচিকার মত বিলীন হয়ে গেছে। ধর্ম আজ নীরবতার গুহাতলে নিজ লজ্জা-ক্লিষ্ট মুখ লুকিয়েছে। ফলে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান অধ্যুষিত আমাদের দেশে অভাবনীয়রূপে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দেখা দিয়েছে। আমরা ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-সংস্থানের জন্য আফ্রিকাকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (dark continent) বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে বাস করছি। যে দেশের শতকরা আশি জন নিরক্ষর, সে দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয় তো কি? ইসলামের নবী মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নিকট সর্বপ্রথম জলদগম্ভীর স্বরে মন্দ্রিত হয়েছিল যে ঐশীবাণী তা হল 'ইকরা' বা পড়। এই 'ইকরা' কথাটির মধ্যে রয়েছে গভীর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত শিক্ষার কথা, যে শিক্ষা মানুষকে একটি সমগ্র মানুষের মর্যাদা দিয়ে থাকে। হিন্দু গুরুগণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, 'ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ।' বৌদ্ধরা ভারতব্যাপী স্তূপ, বিহার সাংঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটিয়েছিলেন। খ্রিষ্টানগণ আধুনিক শিক্ষার পুরোধা হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তবু শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এই সকল ধর্ম সমন্বয়ে গঠিত বাঙালি জাতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন এতটা পিছিয়ে পড়ল? পিছিয়ে পড়ল এই জন্য যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত করবার, তার সুকুমার অনুভূতি জাগাবার, তার মধ্যে সত্য, সুন্দর ও সুস্থ জীবনবোধ উদ্বুদ্ধ করবার, পরিচিত-অপরিচিত পরিবেশ ও অজ্ঞাত রহস্যের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করবার যে ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে, তা সে ভুলে গেছে। এটা তার আত্মিক শক্তি হ্রাসের কারণ, আর সে শক্তি হারিয়েই সে সকল ক্ষেত্রে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ইচ্ছাশক্তিহীন, শ্রমবিমুখ এবং কর্মকাতর এই জাতি তাই সকল ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনগ্রসর।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ একেবারেই উদাসীন। তারা নিজেদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্য ভিড় জমান, প্রয়োজন বোধে বহু অর্থ ব্যয়ে বিদেশে পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সমবেত প্রচেষ্টায় দেশে কোন বিদ্যালয় গড়ে তুলেন না বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতাও করেন না। দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণও এদিকে এগিয়ে আসেন না। সরকারী প্রচেষ্টাও এ ক্ষেত্রে অপ্রতুল, সরকারের অবশ্য সীমাবদ্ধতাও রয়ে গেছে। জনগণেরই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও গোড়ায় গলদ রয়েছে। আমাদের শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির বিকাশ, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে দেহ-মনের স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তিলাভ, আর্থিক সচ্ছলতা, নৈতিক দায়িত্ববোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের ওপর ব্যক্তিবিশেষের রুচি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দিয়ে দেশের ছেলে-মেয়েদের পূর্ণাঙ্গরূপে ও সার্থক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তাই ব্যক্তিগত চাহিদা ও পার্থক্য স্বীকার করে সেই অনুপাতে আমাদের শিক্ষার সূচীকে প্রসারিত করা উচিত এবং তাতে বহু বিচিত্র বিষয় স্থান লাভ করবে। ছেলেমেয়েদেরকে আপন আপন ঝোঁক, পছন্দ বা শক্তিমত স্বাধীনভাবে বিষয়গুলো বাছাই করে মনীষা-মাফিক ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে দিতে হবে, কর্মতৎপরতার গুণে এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভের ফলে তাদের জীবন হবে অর্থময়। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সবের অভাব রয়েছে বলেই অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ বোধ করেন না এবং বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরেই ঝরে পড়ে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার এটাও অন্যতম কারণ।

(বাকি অংশ আগামীকাল)